

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ অধিশাখা

স্মারক নং-৪৬.০৪২.০৩২.০২.০০.১৪৯.২০১৩. ৬৬৭

তারিখ : ২৬/১/২০১৬ খ্রিঃ।

বিষয় : রাজশাহী জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার এর অবসর ছুটি কালীন
বেতন ভাতাদিসহ অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ সংক্রান্ত।

সূত্র : ১) রাজশাহী জেলা পরিষদ কার্যালয়ের স্মারক নং-২০৩, তারিখঃ ২০.৮.২০১৫।

২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২২.১০.২০০৮ তারিখের সম(বিধি-৪)-বিবিধ-৩২/২০০৮-৩৫৬ নং স্মারক।

৩) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৯৯.০৩২.০৮.২৫৩, তাং-১১/১১/২০১৫।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, রাজশাহী জেলা পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা (অবঃ), জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার ৩০.০৩.২০০৭ তারিখে চাকুরী হতে অবসরে যান। ইতোপূর্বে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক তার বিরুদ্ধে মামলা (এফ.আই.আর) দায়ের করা হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ২৯.০৬.২০১৪ তারিখে তাকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। সে প্রেক্ষিতে অবসর পরবর্তী ভবিষ্য তহবিলের জমাকৃত অর্থ, ২টি ঈদ বোনাস, প্রদেয় আয় কর এবং অনুতোষিক বাবদ আর্থিক পাওনাদি পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি এ বিভাগে আবেদন করেন। বিষয়টি নিষ্পত্তি করে স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, রাজশাহীকে অনুরোধ জানানো হয়।

০২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, রাজশাহী জানান যে, জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার ৩০.০৩.২০০৭ তারিখে চাকুরী হতে অবসরে যান। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি, দুর্নীতি দমন কমিশনে মামলা, জালিয়াতির মাধ্যমে চাকরি গ্রহণ, বিধি বহির্ভূতভাবে পদোন্নতি হওয়ায় তাকে ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক পরিশোধ করা যায়নি। জনাব আব্দুল জব্বার ১৬ বছর ৭ মাস ১২ দিন বয়সে (এসএসসি সার্টিফিকেটে ১৮ বছর দেখিয়ে) স্টোরকীপার পদে প্রথম চাকুরীতে যোগদান করেন। উক্ত পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ, এস, সি হলেও তিনি এস, এস, সি পাশ ছিলেন। ১৯৬৮ সনের জেলা পরিষদ চাকুরী বিধিমালা অনুযায়ী অফিস হিসেবে ৭ বছর চাকুরী করার পর উচ্চমান সহকারী এবং উচ্চমান সহকারী পদে ৫ বছর চাকুরী করার পর প্রধান সহকারী পদে পদোন্নতি পাওয়ার বিধান থাকলেও তিনি উচ্চমান সহকারী পদে চাকুরী না করেই বিধি বহির্ভূতভাবে সরাসরি প্রধান সহকারী পদে পদোন্নতি পান। প্রধান সহকারী পদে ৫ বছর চাকুরী করার পর সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি পাওয়ার বিধান থাকলেও মাত্র ৩ বছর ৯ মাস পরে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে তাঁর পদোন্নতি হয়-যা জেলা পরিষদ চাকুরী বিধিমালা ১৯৬৮ এর চরম লঙ্ঘন। তদুপরি স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশমতে ভবিষ্য তহবিলের টাকা নিজস্ব তহবিলের বিধায় ২৮.৪.২০১৫ তারিখে ভবিষ্য তহবিলের সমুদয় ২,৫৭,২৬৬ (দুই লক্ষ সাতান্ন হাজার দুইশত ছেষষ্টি) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু তার চাকরির শুরু থেকে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে বিভিন্ন অনিয়ম ও জালিয়াতির মাধ্যমে পদোন্নতি পাওয়ায় আনুতোষিকের পাওনা টাকা পরিশোধের নির্দেশনা দেয়ার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অনুরোধ জানান।

০৩। জনাব আব্দুল জব্বারের অবসর পরবর্তী পাওনাদি পরিশোধের বিষয়ে ২নং সূত্রোক্ত স্মারকে ইতোপূর্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে নিম্নরূপ মতামত প্রদান করা হয়েছিল :

‘দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে মামলা রুজু হয়ে থাকলে অবসর গ্রহণ আইনের ১০ ধারার বিধান মতে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অবসরগ্রহণ পাওনাদি পরিশোধের সুযোগ নেই। এছাড়া এরূপ অবৈধ নিয়োগ, পদোন্নতি ইত্যাদির বিষয়ে দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে পাওনাদি পরিশোধের সুযোগ নেই’।

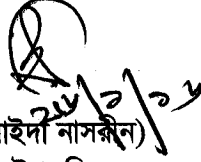
অঃপূঃ

পূর্বপাতা হতে :

০৪। পরবর্তীতে রাজশাহী জেলা পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনে দায়েরকৃত মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে বিধায় এক্ষেত্রে তাঁর প্রাপ্য বকেয়া আনুতোষিক প্রদান করা যাবে কিনা এ বিষয়ে পুনরায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে জানানো হয়েছে যে, “নতুন করে মতামত প্রদানের কোন অবকাশ নাই”।

০৫। এমতাবস্থায়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে একমত পোষণ করে এ বিষয়ে বিধি মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।


(জুবাইদা নাসরিন)
উপসচিব

ফোনঃ ৯৫৭৫৫৬৮

Email-lgzp@lgd.gov.bd

১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
জেলা পরিষদ, রাজশাহী

২। জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত)
জেলা পরিষদ, রাজশাহী

অনুলিপি-জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে :

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা(দৃঃ আঃ-বিধি-৪ আধিশাখা)

২। প্রশাসক, জেলা পরিষদ, রাজশাহী।

৩। কম্পিউটার প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।